কমল

রেবন্ত গোস্বামী

খাওয়ার পর মুখ ধুতে বসে কুলকুচি করে জল ফেলেই মাটির দিকে তাকিয়ে মঞ্জু চিৎকার করে উঠল, মা, কমলালেবুর গাছ বেরিয়েছে দেখবে এস।'

মা রান্নাঘরে ব্যস্ত ছিলেন। উত্তর দিলেন, 'পরে দেখব'খন। এখন ওদিকে মন না দিয়ে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও। ইস্কুলের বাস এসে যাবে।' কাজেই মঞ্জু তখনকার মত বৃক্ষচর্চা মুলতুবি রেখেই বইপত্র গোছাতে গেল।

কিছুদিন আগে মঞ্জুর যখন জ্বর হয়েছিল, তখন বাবা তার জন্যে রোজ কমলালেবু আনতেন। মঞ্জু সেই কমলা লেবুর বিচিগুলো সব জমিয়ে উঠোনের এই কোণটায় ফেলেছিল আর রোজ দুবেলা সেগুলোর ওপর জল দিত। যদিও এদিকটা জমাদারের ঝাঁট পড়ে না, তবুও মাকে বারবার এই ভাবী কমলা-বাগিচার কথা মনে পড়িয়ে দিতে ভুলত না মঞ্জু আর মাও জমাদার এলে বলতেন, 'দেখিস বাপু, মঞ্জুর কমলা-বাগানটা বাদ দিয়ে ঝাঁটি দিস।'

এতগুলো কমলালেবুর বিচি থেকে এতদিন পরে মাত্র একটি চারা জন্মাল কেন সেই রহস্য নিয়ে একটুও না মাথা ঘামিয়ে ঐ সবেধন নীলমণি চারাটির প্রতি মঞ্জু ভয়ঙ্কর রকম যত্ন আরম্ভ করল। ইস্কুল থেকে ফিরেই ঘটি ঘটি জল ঢেলে জায়গাটা কাদা করে ফেলল।

ডাক্তারখানা থেকে ফিরে মঞ্জুর ব্যাপারস্যাপার দেখে আর মার কাছ থেকে সব শুনে, বাবা বললেন, কি রে মঞ্জু, তুই কি মাছের চাষ করছিস যে অত জল ঢালছিস? আরে, ওর পূর্ব-পুরুষ হচ্ছে দার্জিলিঙের অধিবাসী। ওদের কি এত পুকুরে হাবুডুবু খাওয়া সহ্য হয়। নির্ঘাৎ দম বন্ধ হয়ে যাবে। তার চেয়ে ওকে দার্জিলিঙ মেলে চাপিয়ে ঘরের ছেলেকে ঘরে পাঠিয়ে দে।'

তিন-চারদিন পরেই গাছের চারাটার পাতাগুলো একটু কুঁকড়ে যেতে দেখেই বাবার কথাগুলো মঞ্জুর মনে হল। সত্যিই কি এখানকার আবহাওয়া কমলের সহ্য হচ্ছে না? চারাটির নাম মঞ্জুই কমল রেখেছে। বাবার কাছে শুনেছে গাছেরও মানুষের মত সুখদুঃখ আছে। তারা জন্মায়, খায়-দায়, আবার বুড়ো হয়ে মরেও যায়। তাছাড়া ঘুমায়ও। এই ত সেদিন সন্ধ্যেবেলা গাছের পাতা ছিঁড়লে মা ওকে বকে বলেছিলেন, 'ছিঃ, সন্ধ্যেবেলা গাছের পাতা ছিঁড়তে নেই, এখন গাছ ঘুমোয় না? মাকে সে জিজ্ঞেস করেছিল, 'গাছ যখন জেগে থাকে তখন পাতা ছিঁড়লে কিছু হয় নাকি?'

পড়ে কী বুঝলে?

১. মঞ্জু কী দেখে চিৎকার করে উঠল?

২. মঞ্জু কমলালেবুর চারাটির কী নাম রেখেছিল?

৩. কমলালেবু গাছের পূর্ব-পুরুষ কোথাকার অধিবাসী?

মা হেসে বলেছিলেন, 'বিনা কারণে কখনোই গাছকে কষ্ট দেবে না। ওদের বুকেও ভগবান আছেন।

গাছের বুক কোনটা অনেক চিন্তা করেও ঠিক করতে পারল না মঞ্জু। পারলে বাবার বুক্ দেখা নলটা লাগিয়ে কমলের বুকটা একবার দেখে নিত।

তারপর ভাবল, বাবার কথা সত্যি হতেও পারে। যদিও কমল তাদের উঠোনে জন্মেছে, কিন্তু তার পূর্বপুরুষ ত সকলেই দার্জিলিঙের। সেই দেশের আবহাওয়াতে হয়ত সে আরো আরাম পেত।

যেমন ছোট মাসির মেয়ে রিঙ্কি আমেরিকায় জন্মেছে, কিন্তু ছোট মাসি চিঠিতে লিখেছে যে সে দিদার পাঠানো আমসত্ত্ব আর বড়ি খেতে খুব ভালবাসে। অথচ কে না জানে ওদেশের ছেলেমেয়েরা দিনরাত শুধু কেক খেয়ে থাকে।

হঠাৎ মঞ্জুর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে যেতে নিজের মনেই সে হাততালি দিয়ে উঠল। দার্জিলিঙে সে না গেলেও বাবার কাছে শুনেছে যে সেটা পাহাড়ের ওপরে। চারিদিকে শুধু পাথর। অবশ্য অনেক ওপরে-উ-ই যেখানে মেঘ ভেসে যাচ্ছে। অত ওপরে এরোপ্লেন, চিল আর গ্যাস-বেলুন ছাড়া আর কিছুই উঠতে পারে না। তা হ'ক, তবু ত পাথরের পাহাড় সে করতে পারবে। সরস্বতী পূজোর সময় তারা ত পাহাড় তৈরি করেছিল ইট, কাদা আর ঘাসের চাবড়া দিয়ে।

রবিবার দিন মঞ্জুর সারা সকাল কাটল বাগানের এককোণে একটা পাহাড় তৈরি করতে। দুপুরে খেতে বসে মাকে জিজ্ঞেস করল, 'মা, গোবিন্দমামার সঙ্গে আজ একটু স্টেশনে বেড়াতে যাব?'

মা বললেন, 'কেন, হঠাৎ স্টেশনে যাওয়ার কি হল?' কিন্তু গোবিন্দমামার সঙ্গে যাবে শুনে তেমন আপত্তি করলেন না।

বিকেলে মঞ্জু রেল লাইন থেকে পাথর তুলে তার জামা আর প্যান্টের পকেটগুলো এমনভাবে ভর্তি করল যে সেগুলো প্রায় ছিঁড়ে যাবার মত হল। তখন আর কিছু পাথর

গোবিন্দমামাকে দিয়ে বলল, 'গোবিন্দমামা, এগুলো ধর ত। বাড়ি গিয়ে আমাকে দেবে। এখন বাড়ি চল।' এই বলে হতভম্ব- গোবিন্দমামাকে প্রায় টানতে টানতে বাড়ি নিয়ে এল।

পরদিনই রেলপথের পাথরগুলো কর্দম-ইষ্টক-নির্মিত ক্ষুদ্র পাহাড়টিকে শোভিত করল। আর মুমূর্ষু কমলকে আগের জায়গা থেকে সরিয়ে সেই পাহাড়ের চূড়ায় তেনজিং-এর পতাকার মত আবার প্রতিষ্ঠিত করল মঞ্জু।

কিন্তু হায়! মঞ্জুর চিকিৎসা ব্যর্থ করে দুদিনের মধ্যেই কমল একেবারেই নুইয়ে পড়ল। তার পাতাগুলো শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। যখন তাকে পুনরুজ্জীবিত করার কোন উপয়াই থাকল না, তখন মঞ্জু কেঁদে ফেলল।

মা বললেন 'কিসের না কিসের গাছ। ওটা যে কমলা গাছ তার ঠিক কি? আর তাছাড়া এত নাড়াচাড়া করলে কি গাছ বাঁচে? শেকড় ছিঁড়ে গেছে হয়ত। কিংবা পোকাও লাগতে পারে। এমন কাঁদছে যেন পোষা কুকুর বেড়াল মরেছে।'

বাবা কলে বেরোচ্ছিলেন, বললেন, 'ওরকম হয়। গাছ হলে কি হবে, কমল ত মঞ্জুরই পোষ্যপুত্র ছিল। আসলে যেখানকার গাছ সেখানকার আবহাওয়া ছাড়া বাঁচা কঠিন। আমি ত নিজে আঙুরগাছ লাগিয়েছিলাম। কটা ফল হয়েছিল? এরা ত মানুষ নয় যে লঙ্কায় গেলে রাবণ হয়ে বসবে।' এই বলে বাবা বেরিয়ে গেলেন।

মঞ্জুর মনে হল হয়ত বাবার কথাই ঠিক। কমল হয়ত দিনরাত দার্জিলিঙের কথা ভেবে মন খারাপ করত। তাই তার অসুখ সারল না।

বিকেলে মার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে সে খেলতে চলে গেল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এল একটা বেলুন নিয়ে।

মা যখন রান্নাঘরে কাজে ব্যস্ত, সে তখন গ্যাসবেলুনটার সুতোর সঙ্গে শুকনো চারাগাছটাকে বাঁধল। তারপর আস্তে আস্তে সুতোটাকে ছেড়ে দিল শূন্যে। যতক্ষণ না বেলুনটা আকাশে ছোট হতে হতে একেবারে মিলিয়ে গেল, ততক্ষণ সে চেয়ে রইল সেদিকে।

পড়ে কী বুঝলে?

1. 'গাছের পাতা ছিঁড়লে কিছু হয় নাকি'। এই প্রশ্নের উত্তরে মঞ্জুর মা কী বললেন?
2. রবিবার দিন মঞ্জুর সারাটা সকাল কীভাবে কাটল?
3. সরস্বতী পূজার সময় মঞ্জুরা কী দিয়ে পাহাড় তৈরি করত?

অন্ততঃ কমলের মরদেহটা ঐ মেঘেদের সঙ্গে দার্জিলিঙের চেনা পৃথিবীতে ফিরে যাবে–এই ভেবে মঞ্জু ধীরে ধীরে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াল।

জেনে রাখো

বৃক্ষচর্চা	–	গাছপালার সেবা
মুলতুবি	–	স্থগিত, থামিয়ে দেওয়া
অধিবাসী	–	কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসবাসকারী মানুষ
নির্ঘাৎ	–	নিশ্চিতভাবে
মুমূর্ষু	–	মৃতপ্রায়, যে মারা যাচ্ছে

কর্দম	–	কাদা
ইষ্টক	–	ইঁট
নির্মিত	–	তৈরি করা
ক্ষুদ্র	–	ছোট
পুনরুজ্জীবিত	–	পুনরায় জীবিত
পোষ্যপুত্র	–	নিজের ছেলে নয় অথচ ছেলের মত যাকে লালন পালন করা হয়

পাঠবোধ

1. ঠিক উত্তর বেছে খালি জায়গায় ভারো ঃ-

(অধিবাসী, বৃক্ষচর্চা, পূর্ব-পুরুষ আঙুরগাছ, চিল, হাবুডুবু)

ক. মঞ্জু তখনকার মত.....মুলতুবি রেখেই বইপত্র গোছাতে গেল।

খ. ওর.....হচ্ছে দার্জিলিং-এর.....।

গ. অত ওপরে এরোপ্লেন.....আর গ্যাস বেলুন ছাড়া আর কিছুই উঠতে পারে না।

ঘ. ওদের কি এত পুকুরে.....খাওয়া সহ্য হয়?

ঙ. আমি ত নিজে.....লাগিয়েছিলাম।

সংক্ষেপে উত্তর লেখোঃ-

2. চারাগাছটিতে মঞ্জুর ঘটি ঘটি জল ঢালা দেখে তার বাবা কী বলেছিলেন?
3. গাছের সঙ্গে মানুষের কী কী মিল আছে?
4. মা গাছের পাতা ছিঁড়তে কেন মানা করেছিলেন?
5. মঞ্জু কী দিয়ে পাহাড় তৈরি করলো?
6. পাহাড়ের চূড়ায় কীসের মতো চারাগাছটিকে দাঁড় করালো?
7. মঞ্জু গ্যাস বেলুনের সুতোর সঙ্গে চারাগাছটি বাঁধল কেন?

বিস্তারিতভাবে উত্তর দাও

৪. কমলালেবুর গাছটিকে কেন মঞ্জু পাহাড় তৈরি করে বসাতে চাইল আর এই পাহাড় তৈরি করার জন্য সে কী আয়োজন করলো?

9. 'গাছ হলে কি হবে, কমল ত মঞ্জুরই পোষ্যপুত্র'– এ কথাটি কে কাকে বলেছেন আর মঞ্জুরই পোষ্যপুত্র কেন বলা হয়েছে?

10. কমল কেন শেষ পর্যন্ত বাঁচলো না? মঞ্জু তার জন্য কী করছিল? বুঝিয়ে লেখো।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. বাক্য তৈরি করো–

ক. নির্ঘাৎ ঃ.....

খ. ক্ষুদ্র ঃ.....

গ. অসুখ ঃ.....

ঘ. পোষ্যপুত্র ঃ .....

ঙ. প্রতিষ্ঠিত ঃ.....

চ. অধিবাসী ঃ.....

2. লিঙ্গ বদল করো ঃ–

মামা	ছেলে
বাবা	মামি
পোষ্যপুত্র	

3. নিচের বানাগুলি ঠিক করে লেখো–

তারাতারি	ইস্টক
পোস্যপুত্র	সন্ধেবেলা
ব্যস্ত	অধীবাসি

4. লক্ষ্য করো, নিচে দুটি শব্দ যোগ করে একটি করা হয়েছে, আলাদা আলদা করে লেখো।

পূর্বপুরুষ	ছেলেমেয়ে
ইষ্টকনির্মিত	কমলবাগিচা
দিনরাত	রেলপথ

5. ক. 'চোখ' বিশেষ্য পদটির সঙ্গে অন্য শব্দ যোগ করে দুটি অর্থপূর্ণ শব্দ লেখো – যেমন চোখ টেপা

   খ. 'ছোট' বিশেষণ পদটির সঙ্গে অন্য শব্দ যোগ করে দুটি অর্থপূর্ণ শব্দ লেখো– ছোট বেলা

করতে পারো

তোমরা হয়তো জানো সব ধরনের গাছ সব মাটিতে হয় না, আবার আবহাওয়ার উপরও নির্ভর করে। আমগাছ যেমন শীতের দেশে হয় না. তেমনই শীতের দেশের ফল কমলালেবু জোর করে ফলানোর চেষ্টা করলে তা পন্ডশ্রম হবে সে কমলা খাওয়ার উপযুক্ত হবে না। তাই তোমরা যেখানে থাকো সেখানকার মাটিতে যে ফুল–ফল, শাক–সব্জি ইত্যাদি হয় তা বড়দের কাছে জেনে নিয়ে লাগাও ও যত্ন করে বাঁচাও।